দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...04 OCT-1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ৭......

আবার ভর্তি পরীক্ষা!

আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা, পরীক্ষা পদ্ধতি, ভর্তিব্যবস্থা এখন পর্যন্ত নানারকম ত্রুটিপূর্ণই রয়েছে। তার ওপর শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব, পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নতুন আধুনিক প্রযুক্তি অবলম্বন তথা কম্পিউটারায়ণে অদক্ষতা- এসবের দরুণ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তিরতো কোন শেষ নেই-ই। নিদারুণ দুশ্চিন্তা ও ভোগান্তি চলছে সর্বস্তরে ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রে। কোন সুষ্ঠু ও সমন্বিত নীতির অভাবই এর মূল কারণ। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ভর্তি পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রথম বর্ষে ছাত্রভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের। সুতরাং বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই। অনুরূপ সিদ্ধান্ত ইতোপূর্বেই নিয়েছে আরও তিনটি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অথচ, মাস দুয়েক আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় দেশের সকল উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবর্গ, উপস্থিত ছিলেন দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রধান এবং মহানগরীর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আর কোন ভর্তি পরীক্ষা নয়। এবার নতুন নিয়মে অর্থাৎ পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ক্রমানুসারেই সকল উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন থেকে ছাত্র ভর্তি করা হবে এবং তা করা হবে '৯৫-এর পয়লা জুলাই থেকে। এ সিদ্ধান্ত যখন ঘোষণা করা হয়, তখন কথা হয়েছিল—এতে বিশ্ববিদ্যালয়, ডিগ্রী কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজসহ সমমানের সকল উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত হবে এবং ভর্তি প্রক্রিয়া হবে অধিকতর সহজ, অবাধ ও জটিলতামুক্ত।

কিন্তু বর্তমানে আবার যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ তিনটি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কি তাদের বিঘোষিত সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসছেন না? তাঁরা নিজেরাই কি নিজেদের সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করছেন না? এ-প্রশ্নের উত্তরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হয়ত পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অনিয়ম-দুর্নীতির কথা বলবেন। উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করবেন। পাবলিক পরীক্ষা (এসএসসি/এইচএসসি) পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনিয়ম-দুর্নীতি, একশ্রেণীর শিক্ষক-কর্মচারী ও পরীক্ষকদের টাকা খেয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস, নম্বর বাড়িয়ে দেয়া, উত্তরপত্র হারানো এবং কম্পিউটার বিভ্রাটসহ যাবতীয় অনিয়ম-দুর্নীতির কথা সবার জানা। তাঁরাও নিশ্চয় একথা কমবেশি জানতেন। তবুও সেদিন তাঁরা সর্বসম্মতভাবে ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? আর এখনই বা তাঁরা কেন সে-সিদ্ধান্ত পাল্টাচ্ছেন? তা হলে, বিষয়টি কি দাঁড়ালো? সহজ কথায় বিষয়টি দাঁড়ালো এই—কিছুদিন আগের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এখন আর সর্বসম্মত নেই। কেউ ইচ্ছা করলে তা মানতে পারে, কেউ ইচ্ছা করলে তা অমান্যও করতে পারে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজ কর্তৃপক্ষ এখন ভর্তির ব্যাপারে যাঁর যাঁর মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং পারবেন সুবিধামতো নতুন নিয়ম চালু করতে। এই অবস্থাকে কি বলা যায়? একে কি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে দ্বৈতনীতি বলা যায় না? তবে, অনেকে মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এটি কোন দ্বৈত নীতি নয়। কারণ উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কোন 'প্রশ্ন ব্যাংক' নেই। তাই, ভর্তি পরীক্ষাই হচ্ছে মেধা যাচাইয়ের ভিত্তি।

কিন্তু যাঁরা একে দ্বৈত নীতি বলে মনে করেন, তাঁদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই নীতি বা সিদ্ধান্ত কি দেশের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সার্বিক ভর্তি প্রক্রিয়াকে ত্রুটি ও জটিলতা মুক্ত করতে পারবে? প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষালাভের পথ কি এই প্রক্রিয়ায় সুগম হবে? কিংবা এই নীতি বা সিদ্ধান্ত পারবে কি বিদ্যমান ভর্তিসঙ্কট সমাধানে ন্যূনতম অবদান রাখতে? এ-সকল প্রশ্ন নতুন করে ওঠাই স্বাভাবিক।

আসলে, আমাদের এই দেশে কোন ক্ষেত্রেই যে সুষ্ঠু ও সুসমন্বিত নীতিমালা নেই, তারই একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো ভর্তির ব্যাপারে দ্বৈতনীতি চালুর ফলে। অথচ, এই দেশের শিক্ষার মান ও হার বাড়ানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে একটি সুসমন্বিত নীতিমালা থাকা যেমন খুবই জরুরী, তেমনি তার বাস্তবায়নও অত্যাবশ্যক। আর এই নীতিমালা প্রণয়নের আগে কয়েকটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চতর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এসএসসি ও এইচএসসির মতো সকল পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতিকে অনিয়ম- দুর্নীতি ও অদক্ষতামুক্ত করতে হবে। প্রশ্ন ফাঁস, নকলবাজি, উত্তরপত্র হারিয়ে যাওয়া, একশ্রেণীর পরীক্ষকের টাকা খেয়ে নম্বর বাড়িয়ে দেয়া এবং কম্পিউটার-বিভ্রাটসহ সকল দুর্নীতি ও অনিয়ম কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। তারপরই প্রণয়ন করতে হবে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির একটি সর্বসম্মত সুসমন্বিত নীতিমালা, যা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে বাধ্য করতে হবে। আমরা মনে করি, যতদিন পর্যন্ত না পাবলিক পরীক্ষায় বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ দূর করা যায়, ততদিন পর্যন্ত পরীক্ষার ফলভিত্তিক মেধা যাচাই এবং ভর্তি পরীক্ষা দুটোই বহাল রাখা দরকার। ভর্তির ক্ষেত্রে সুসমন্বিত নীতি প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের এই প্রস্তাবটি ভেবে দেখতে পারেন।